যুগান্তর

তারিখ 09 SEP 2007
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ৭

এইচএসসিতে ফল বিপর্যয়

ভোলার ৩০টি কলেজকে সতর্কীকরণ চিঠি

ভোলা প্রতিনিধি

এইচএসসি পরীক্ষায় ভোলা জেলার ফলাফল বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান শুরু করেছে বরিশাল শিক্ষা বোর্ড। এজন্য বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহাম্মদ হাসানুজ্জামান আগামী ১২ সেপ্টেম্বর ভোলায় আসছেন। এদিন ভোলা সরকারি কলেজে জেলার সব কলেজের অধ্যক্ষদের গত ৫ বছরের ফলাফলের তালিকা নিয়ে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পাসের হার ৫০-এর নিচে কলেজগুলোকে সতর্কীকরণ করা হচ্ছে। শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, গত ২ বছর ধরে এসএসসি ও এইচএসসিতে পাসের হার ভোলা জেলা বরিশাল বিভাগের অপর ৫ জেলার চেয়ে নিচে রয়েছে। ভোলা জেলার কারণেই বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার বাড়ছে না। আর এ কারণেই দেশের অপরাপর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের অবস্থান নিচে রয়েছে। এ তথ্য থেকে সূত্রপাত পেয়ে ইতিমধ্যে ৩০টি কলেজকে সতর্ক করে চিঠি দেয়া হয়েছে। এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় ভোলায় ৩ হাজার ১৮৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ১৪৩৫ জন। জিপিএ-৫ পেয়েছে মাত্র ৭ জন। পাসের হার মাত্র ৪৫ দশমিক ০১। বোর্ডের পাসের হার ৫৫ দশমিক ৬৯। বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মনিরুজ্জামান শাহীন যুগান্তরকে জানান, ভোলায় শিক্ষার মান নিম্নগামী ও ফলাফল বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে প্রাথমিক তদন্তে যেসব বিষয় পাওয়া যায় তা হচ্ছে, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে যত্রতত্র কলেজ করা, রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া, যথাযথভাবে টেস্ট পরীক্ষা না নেয়া। টেস্ট পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ফরম ফিলাপ করার সুযোগ দেয়া, অনিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়া। এসব শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হচ্ছে। অন্যদিকে ভোলার সুশীল সমাজ মনে করছে, ভোলায় বেসরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষক নিয়োগে যোগ্যতার নামে ঘুষ নেয়া, অযোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করা এমনকি ছাত্রছাত্রী ভর্তি করানোর সময় শিক্ষার্থীদের মেধার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও দলীয় প্রভাব খাটিয়ে ভর্তি করানো, ট্রান্সক্রিপ্ট (মার্ক শিট) কিনে এনে ভর্তি করানো, ভর্তির সময় উপযোগিতা দেখার প্রয়োজন দেখানো ফলাফল বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। এছাড়া কলেজগুলোতে পাঠ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয় না।